''পরমাত্ম মিলন মেলার সওগাত - মুকুট, সিংহাসন আর তিলক''

আজ অসীম জগতের বাবা তোমাদের অসীমিত রূপকে দেখছেন। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা আর তোমরা সকলেও হলে অসীম জগতের মালিক তথা বালক। বাপদাদা সকল স্নেহী সহযোগী বাচ্চাদেরকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন আর বাচ্চারা বাবাকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছে। বাবারই অনেক বেশী খুশী হচ্ছে নাকি বাচ্চাদের খুশী বেশী - কি বলবে? উভয়েরই? একে বলা হয় পরমাত্ম মিলন মেলা। মেলা তো অনেকই হয়, কিন্তু পরমাত্ম মিলন মেলা একমাত্রই সঙ্গমযুগে হয়ে থাকে। সমগ্র কল্পে আর হতে পারে না। এখনই হচ্ছে আর হবেও। তোমাদের সকলেরই মেলা তো ভালো লাগে তাই না? বাপদাদা তো বাচ্চাদের ভাগ্যকে দেখে প্রফুল্লিত হন আর হৃদয়ে এই গীত গুঞ্জরিত হতে থাকে - বাঃ বাচ্চারা বাঃ! যে ভাগ্য স্বপ্নেও ছিল না, সংকল্পেও ছিল না, কিন্তু এখন সাকারে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য অনুভব করছো তোমরা। প্রত্যেকের ললাটে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা ঝলমল করছে। তোমরা সকলে ঝলমলে উজ্জ্বল নক্ষত্র তো না? নিজেদের এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তোমাদের স্মৃতিতে থাকে তো না? ভাগ্য শ্রেষ্ঠ কেন? কেননা ভাগ্য বিধাতার দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ ভাগ্যবান আত্মাদের দিব্য ব্রাহ্মণ জন্ম হয়েছে যে। বাবাকেও ভাগ্য বিধাতা বলা হয় আবার ব্রহ্মাকেও ভাগ্য বিধাতা বলা হয় । আর তোমাদের সকলের জন্ম তো বাপদাদার দ্বারা হয়েছে। তো যাদের বাবা হলেন স্বয়ং ভাগ্য বিধাতা, তাদের ভাগ্য কতখানি শ্রেষ্ঠ হবে! পরমাত্ম মিলন পালিত করছো তাই তো? (ডবল ফরেনারদের প্রতি) এরাও পালন করছে। অসীম জগতের এই মেলায় যদি ডবল বিদেশীরা না থাকতো তবে অসীম জগতের বলা হতো না। সুতরাং তোমাদেরও বিশেষ পার্ট রয়েছে, যেটাকে দেখতে দেখতে বাবাও প্রফুল্লিত হন আর বাচ্চারাও প্রফুল্লিত হয়। ভাগ্য বিধাতার দ্বারা জন্ম হওয়া - এ হলো সবথেকে নম্বর ওয়ান ভাগ্য। তার সাথে সাথে সমগ্র কল্পে কারোর জন্মে এক পরমাত্মা বাবাও হবেন, শিক্ষকও হবেন, সদ্গুরুও হবেন আর সর্ব সম্বন্ধও তিনি রক্ষা করবেন - এই রকম সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত কারো ভাগ্যে প্রাপ্ত হয়েছে? এখন তোমরাই তা পেয়েছো। এখন তোমরা নিশ্চয় আর নেশার সাথে বলতে পারো যে, আমাদের পালনহার (পালনকর্তা) হলেন পরম আত্মা । জগতের মানুষ বলার জন্যই বলে যে, পরমাত্মার দ্বারাই পালিত হচ্ছি, কিন্তু তোমরা প্র্যাকটিক্যাল অনুভবের দ্বারা বলতে পারো যে পরমাত্মা হলেন আমাদের বাবা আর বাবাই হলেন আমাদের পালনহার, তিনিই আমাদেরকে প্রতিপালিত করছেন। এই নেশা রয়েছে নাকি একটু আধটু ভুলে যাও? জ্ঞানের পথে চলতে চলতে নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে সাধারণ মনে করে নাও, শ্রেষ্ঠ ভাগ্য কিন্তু সাধারণ ভেবে নাও। সেইজন্য যে নেশা আর খুশীর ঝলক সদা থাকা উচিত, সেটা থাকে না। এমনিতে তো এক সেকেন্ডও ভুলতে পারার কথা নয়, কিন্তু কমন মনে করে নিচ্ছো যে, বাবাকে পেয়ে গেছি, বাবা আমার হয়ে গেছেন, আমিও বাবার হয়ে গেছি... বাবা যখন আমারই তাহলে তো নেশা (গর্ব) থাকার কথা তাই না? কিন্তু কখনো উচ্চ তো কখনো মধ্যম, কখনো সাধারণ হয়ে যায়। ভাবো, আমার বাবা হলেন পরম আত্মা! আর তারপর শিক্ষক হলেন ডায়রেক্ট পরম আত্মা! তিনি কী শিক্ষা দিয়েছেন? তোমাদেরকে কী বানিয়ে দিয়েছেন? ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকিনাথ। এই রকম পড়াশোনা কী কেউ করে থাকে? এখনও পর্যন্ত এই ধরনের ডিগ্রী শুনেছো - জজ, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এই সমস্ত ডিগ্রী গুলি তোমরা দেখেছো। কিন্তু ত্রিলোকিনাথ, ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী, নলেজফুল... এই রকম ডিগ্রী দেখেছো? দ্বাপর থেকে কলিযুগ পর্যন্ত কারা পেয়েছে? তোমরা পেয়েছিলে? তোমরাও তো ৬৩ জন্ম নিয়েছো। সুতরাং না কেউ পেয়েছে, না কেউ পাবে? এই রকম শিক্ষক হলেন আমাদের। সায়েন্টিস্টরা সায়েন্সের যত পরিকল্পনাই করুক না কেন, তবুও তো ত্রিলোকিনাথ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। তিন লোকের নলেজ প্রাপ্ত করতে পারবে না। আর তোমাদের মধ্যে তো ৫ বছরের বাচ্চাও তিন লোকের নলেজ দিয়ে থাকে। সেও নেশার সাথে বলবে - হ্যাঁ, সূক্ষ্মলোক, মূললোক রয়েছে। তো পরম আত্মা হলেন শিক্ষকও। শ্রেষ্ঠ শিক্ষার দ্বারা এই ডিগ্রী তো প্রাপ্ত করিয়েছেন, কিন্তু সমগ্র বিশ্বে সব থেকে শ্রেষ্ঠ'র থেকেও শ্রেষ্ঠ রাজ্য পদ হয়ে থাকে । তো পড়াশোনার দ্বারা পদও তো প্রাপ্ত হয়, তাই না? তো তোমাদেরকে রাজা বানিয়েছেন? এখন তোমরা রাজা হয়েছো নাকি হতে হবে? তো রাজা আর বসে রয়েছো কিনা মেঝেতে? পাকা বাড়িঘরও নেই, টেন্টে বসে রয়েছো! তাহলে দেখো শ্রেষ্ঠ'র মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ হলো রাজ্য-পদ। এখনও তোমরা হলে স্বরাজ্য অধিকারী আর ভবিষ্যতেও বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হবেই হবে। এটা পাক্কা আছে তো? কে রাজত্ব করবে? তোমরা রাজত্ব করবে নাকি তোমাদের উপরে কোনো রাজা রাজত্ব করবে? না। এই এতজন রাজা হয়ে যাবে? এতজন রাজত্ব করবে? প্রজা তৈরী করেছো নাকি নিজের উপরেই নিজে রাজত্ব করবে? তো নিজের ভাগ্যকে দেখো।

- পরম আত্মা হলেন আমার শিক্ষক, রাজ্য পদ প্রদানকারী। আর তারপরে সদ্গুরু হয়ে... গুরু কী করেন? মন্ত্র দেন তাই

না? তো সদ্গুরু কি মন্ত্র দিয়েছেন? মন্মনাভব। সদ্গুরুর থেকে মহামন্ত্রও প্রাপ্ত হয়েছে আর সর্ব বরদানও প্রাপ্ত হয়েছে। কত গুলো বরদান প্রাপ্ত হয়েছে? বরদানের লিস্টে দেখো, কতখানি লম্বা সেটা। রোজ তোমরা বরদান পাও তাই না? কতো সময়কাল ধরে পাচ্ছো তোমরা! এত এত বরদান কোনো ফলোয়ারকেই কোনো গুরু দিতে পারে না। এই রকম সদ্গুরু, যিনি রোজ বরদান দেন, এমন দেখেছো কখনো? এখন নেশা রয়েছে না? (হ্যাঁ বাবা) খুব ভালো। সব সময় রাখবে। এই রকম নয় যে, এখান থেকে গিয়ে বাসে উঠে গেলে আর নেশা কেটে যাওয়া শুরু হয়ে গেলো। সব সময় যেন বাড়তে থাকে।

বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে সব সময়ই প্রতিটি সাবজেক্টে নম্বর ওয়ান দেখতে চান। তো নম্বর ওয়ান হয়েছো তোমরা নাকি এখনও হতে হবে? নেশার সাথে বলো যে, আমরা না হলে কে হবে? বিদেশীদের তো ডবল নেশা রয়েছে না? খুব ভালো। বাবাও খুশী হন যে, আমার এক একজন বাচ্চা হলো রাজা বাচ্চা। প্রজা নয় কেউ। প্রজা তো পিছনে আসবে, তোমরা তো তবুও কতখানি লাকি যে এতখানিও চান্স পেয়েছো। টেন্টে থাকতে হয়েছে তো কী হয়েছে? মাটিতে তো শুতে হচ্ছে না, গদি বা তোষক এ ঘুমাচ্ছো তোমরা। ব্রহ্মা ভোজনও তো খুব ভালো পাচ্ছো। পরমাত্মার সাথে মিলন মেলা হলে সেখানে মায়াও তো অবশ্যই ঝামেলার সৃষ্টি করবে। তোমাদের কাজ হলো মেলায় মিলিত হওয়া আর মায়ার কাজ হলো ঝামেলা তৈরী করা। তাহলে ঝামেলাও হলো আবার মেলাও হলো। (কেউ বলে উঠলো সাইক্লোনও হয়েছে)। কোনো ব্যাপার নয়। এ হলো তোমাদের পুরুষার্থের সাইক্লোন আর ওটা হলো হাওয়ার সাইক্লোন। ঘাবড়ে তো যাও না যে এ কী হয়ে গেল? না। সাইক্লোন আসুক, বৃষ্টি আসুক, যত অস্থিরতার সৃষ্টিই হোক, কিন্তু তোমাদের মন অচল আছে তো? মাতা'রা তোমরা ঘাবড়ে যাওনি তো যে, টেন্ট উড়ে গেল, এখন কী করব? না, কেউই ঘাবড়ে যায়নি। এক আধ জন তো ঘাবড়ে গেছিল তাই না? মজা লাগছে? আরও দুই চারদিন রাখবো? আচ্ছা। বাপদাদাও মায়ার ঝামেলা দেখে পরিক্রমা করতে থাকেন। খেলা দেখতে থাকেন যে - বাচ্চারা কি করছে আর মায়া কি করছে?

বাচ্চাদের স্নেহ দেখে বাপদাদা খুশী হন। এই স্নেহই তো মিলন মেলা করিয়েছে। বাবারও স্নেহ রয়েছে তো বাচ্চাদেরও স্নেহ রয়েছে, উভয়ে মিলে যাওয়ায় কী গেছে? মেলা। দৃশ্যটাও কত সুন্দর দেখাচ্ছে। এই রকম কখনো ভেবেছিলে যে - এত বড় পরিবার পাবে আর এত বিশাল বড় পরিবার কারই বা হতে পারে? তোমাদের গৃহ কয়টি? (একটি) আর তোমাদের সেবার স্থান কয়টি? (অনেক রয়েছে) তাহলে সেগুলোকেও তো বাবার বাড়ি বলে থাকো তোমরা না? তো বাবার বাড়ি মানেই তোমাদের বাড়ি। মানুষজন বলে তোমরা মানুষকে বাড়িঘর ছাড়িয়ে থাকো আর তোমরা কতগুলো ঘরবাড়ি বানিয়েছো? গুনতে পারবে না, মনে মনে থাকে। তো এটা ছেড়ে দেওয়া নয়, এ হলো পরিবারকে বাড়ানো। আর পরিবারকে ছেড়েছো নাকি এত বিরাট বড় পরিবারকে বানিয়েছো যে, এত বড় পরিবার কোথাও পাওয়াই মুশকিল। সব ব্রাহ্মণদেরকে যতজনকেই যেখানেই পাঠানো হোক না কেন, একই স্থানে এতজনের স্থান সঙ্কুলান করা সম্ভব হবে? কঠিন হবে তাই না? কেননা অন্যদের রাজ্য, আমাদের রাজ্য নয়। কিন্তু বাবাকে পেয়েছো, অসীমিত পরিবারকে পেয়েছো। তাই অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করলে অপরিসীম খুশী, অপরিসীম নেশা হয়ে থাকে তাই না? আর যদি সীমিত পরিধীতে ভাবে যে - আমি তো অমুক দেশের, তমুক দেশের, অমুক জোনের, তবে তো সেটা সীমিত গন্ডীর হলো। কিন্তু এ তো শুধুমাত্র আইডেনটিফাই করার জন্য বলা হয় যে - এটা হলো অমুক জোন, এটা হলো অমুক স্থান। কিন্তু নিজেকে তো তোমরা অসীম জগতেরই বলে মনে করে থাকো তাই না? নিয়মও তো রাখতে হয় তাই না! কেউ কেউ এই রকমও ভাবে যে, এটা কেমন কথা যে ব্যাজ লাগালে তবেই খাবার পাওয়া যাবে। তোমাদেরকে খাওয়ার জায়গায় বিরক্ত করে তাই না? কিন্তু এটা তো করতেই হয়, কারণ কায়দাতে রয়েছে ফায়দা (ডিসিপ্লিন থাকে তাহলে)। এটা বন্ধন নয়, এ হলো বিঘ্নের থেকে নির্বন্ধন বানানোর সাধন। এটা কী নতুন নিয়ম বের করেছে - এ'সব ভেবো না। সংকল্প তো বাবার কাছে পৌঁছে যায় তাই না? কিন্তু তোমরা তো হলে মর্যাদা পুরুষোত্তম, তাই না? নাকি কেবল বড় দাদীরাই হলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম? আর তোমরা ফ্রি? মর্যাদা পুরুষোত্তম অর্থাৎ মর্যাদার মধ্যে যে থাকে, যে চলে। 'হাঁ জী'র পার্ট পাক্কা আছে তো? আচ্ছা! আর যখন কোনো কিছু ঘটে তখন 'হাঁ জী' হও নাকি 'না জী'ও হয়ে যাও? যখন কেউ এই রকম কথা বলে তখন 'হাঁ জী'র বদলে তখন 'না জী'তে এতখানি পাক্কা হয়ে যাও যে, তখন যদি বাবাও বলেন তখনও শোনে না। স্থাপনার সময় যখন ছোট ছোট বাচ্চারা এসেছিল, তখন বাপদাদা তাদেরকে এই পাঠ পাক্কা করানোর জন্য সব সময় বলতেন যে, না করা মানে হলো নাস্তিক, হ্যাঁ করা মানে হলো আস্তিক। তাহলে তোমরা কারা? আস্তিক তোমরা। নাস্তিক তো নও তাই না? কখনো কখনো হয়ে যাও। খেলা করে থাকে। মায়ারও নলেজফুল হয়ে গেছো তোমরা! কেননা মায়াও হলো নলেজফুল। নীচে ফেলে দেওয়ার বিষয়ে মায়া হলো নলেজফুল আর তোমরা হলে ওড়ার ব্যাপারে নলেজফুল। তো মায়াও দেখে যে এর উড়ান ওঠানামা করছে, তাহলে একে এবার আক্রমণ করা যাক। আর তোমরা নলেজফুল হওয়ার কারণে সেটা বুঝে যাও, ফলে

তোমাদেরকে আর হারাতে পারে না আর বিজয়ের হার তোমাদের গলায় পড়ে যায়। সকলের গলায় বিজয়ের মালা রয়েছে নাকি কখনো কখনো মালাকে নামিয়ে দাও? আচ্ছা।

পিছনে যারা বসে আছো তারা সবাই মজাতে আছো তো? এটাও তো মধুবনেরই এরিয়া তাই না? তো মধুবন ছাড়া আর কোথাও কি এত বড় মেলা হতে পারে? হতে পারে না তাই না? তো মধুবন হলো অসীম জগতের গৃহ। এখানে সব কিছু হলো অসীম। অন্য সব জায়গায় তো তাও অনেক কিছু দেখতে হয় আর এখানে সংকল্প করলে আর হয়ে গেলো। তো সকলে নিজের ভাগ্যের দ্বারা পরমাত্ম মেলাতে পৌঁছে গেছো। যারা এই কল্পে প্রথম বার এসেছো তারা হাত তোলো। (প্রায় ১৩ থেকে ১৪ হাজার ভাই বোন এই সভায় রয়েছে, তার মধ্যে বেশীরভাগই হলো নতুন ভাই বোন) খুব ভালো, টি. ভি. তে নিজেদেরকে দেখতে পাচ্ছো। এও দেখো যে, মেজরিটি সায়েন্সের সব উপকরণ এখনই বের হচ্ছে। কয়েক বছর আগেও এই সমস্ত সায়েন্সের উপাদান ছিল না। কিন্তু কাদের জন্য বেরোচ্ছে? তোমাদের জন্য। বাপদাদাও সায়েন্টিস্ট বাচ্চাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন । কেননা বাবার বাচ্চারাই সেগুলির থেকে সুখ নিতে পারছে। তাহলে কতো ভালো লাগছে! কিন্তু বাপদাদা এখন কি চান? স্থাপনা হয়েছে কত বছর হয়ে গেছে? ডায়মন্ড জুবিলী উদযাপন করার প্রস্তুতি নিচ্ছো তোমরা। বাপদাদা তো এখন সকল বাচ্চাদেরকে বলেছেন না যে, সবাই হলো রাজা? রাজা সিংহাসনে আসীন হয়ে থাকে না? রাজত্বের চিহ্ন হলো মুকুট, সিংহাসন আর তিলক। তো বাপদাদা এই বছরে নতুন হোক কিম্বা পুরানো - যদি নতুনও হও, সমাপ্তির সময় তো নতুনদের জন্যও সমীপ তো পুরানোদের জন্যও সমীপ। এই রকম ভেবো না যে আমরা হয়তো ৬০ বছরও পাবো না। না, তোমাদেরকে মেকআপ করতে হবে। যদি লাস্টে এসে থাকো তবে ফাস্ট (দ্রুত) যেতে হবে। কিন্তু সম্পন্ন হওয়ার, সমাপ্তির সময় সকলের একই, সেইজন্য নতুন হও কিম্বা পুরানো, 'আমি হলাম স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা' - সর্বদা স্মৃতির তিলক অঙ্কিতই রয়েছে। কখনো মুছে গেলো, কখনও অঙ্কিত রয়েছে...। না। রাজ্য অধিকারী অর্থাৎ তিলকধারী - এই স্মৃতির তিলক যেন অবিনাশী থাকে, সাধারণ নয় । আমি হলাম তিলকধারী, আমি হলাম বিশ্ব কল্যাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুকুটধারী। কতো বড় বিশ্ব আর তোমরা সবাই হলে বিশ্ব কল্যাণকারী। একা বাবাই (বিশ্ব কল্যাণকারী) নন। বাবার সাথী তোমরা সকলেও। তো বিশ্ব কল্যাণের দায়িত্বের মুকুট আর সর্বদা বাবার হৃদ্ সিংহাসনে আসীন। নীচে নেমে এসো না। সদা সিংহাসনে আসীন। এমনিতেও দেখো যারা অত্যন্ত প্রিয় হয়, আদরের বাচ্চা হয়, মা - বাবা তাদেরকে মাটিতে যেতে দেয় না, মাটিতে পা রাখতে দেয় না। তাহলে তোমরা কতখানি আদরের! আদরের তোমরা নাকি আদরের যারা তারা পরে আসবে? তোমরাই। অতএব সিংহাসনকে ছেড়ে দিয়ে সাধারণ স্বরূপ, সাধারণ সংকল্প... এইরূপ মাটিতে বা ধরনীতে পা রেখো না। বুদ্ধি রূপী পা সর্বদা যেন সিংহাসনে আসীন থাকে। পরমাত্ম বাবার বাচ্চা তোমরা। মহাত্মার বা ধর্মাত্মার নও তোমরা, পরম আত্মার তোমরা। এখন তো সকলে নেশাতে ঠিক আছো, সেটা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সর্বদা থাকবে তো? নাকি একটু আধটু থাকবে, তারপর যুদ্ধ করবে, তারপর বিজয় প্রাপ্ত করবে - এই রকম তো নয়? ব্রাহ্মণ তোমরা নাকি ক্ষত্রিয়? ব্রাহ্মণ তোমরা। ক্ষত্রিয় নও, যুদ্ধ ক'রো না তো? নাকি কখনো ব্রাহ্মণ হয়ে যাও, কখনো আবার ক্ষত্রিয় হয়ে যাও? যদি মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে হয়, তবে তো ক্ষত্রিয় হলে। ব্রাহ্মণ মানে হলো বিজয়ী আর ক্ষত্রিয় মানে যারা যুদ্ধ করে। বাপদাদার তো কখনো কখনো বাচ্চাদের উপরে খুব করুণা হয়, তারা বসছে যোগে আর করছে যুদ্ধ! তারা বলে এক ঘন্টা যোগে বসলাম, কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে কতক্ষণ যুদ্ধ চললো আর কতটুকু যোগ হলো? যদি কোনো কারণে (যোগে) অনুভূতি না হয়, তবে অবশ্যই যুদ্ধ করার স্টেজ রয়েছে। বাপদাদা বলেন - যোগী বাচ্চা আর হয়ে যাও যোদ্ধা বাচ্চা! কত সময় ধরে যুদ্ধ করবে? অন্তিম সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করবে? ঠিক আছে ছাড় দিয়ে দিলাম - যুদ্ধ করতে চাইলে যুদ্ধ করো। অনুমতি চাই? চাই না? তাহলে করো কেন? দুর্বল হয়ে যাও, তাই মায়া এতটা অধীন বানিয়ে নেয়, যেটা করতে চাও না, কিন্তু করে ফেলো তখন। যেমন কোনো কোনো সার্ভেন্ট খুব ভোলা হয়ে থাকে, মালিক তাকে অধীন বানিয়ে নেয়, সার্ভেন্ট যে কাজটা করতে পারে না, মালিক চাকরি চলে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে করিয়ে নেয়। মায়াও এই রকম করে, তোমরা চাও না, কিন্তু দুর্বল হওয়ার কারণে মায়ার অধীন হয়ে যেতে হয়। তো সেই সময় তোমরা কি তবে যোগী হলে নাকি যোদ্ধা হলে? যোগী তো বলা যাবে না, তাই না? তো বাপদাদা এটাই চান যে, প্রতিটি বাচ্চা যেন যোগী বাচ্চা হয়, যুদ্ধ করা বাচ্চা নয়। বাপদাদার, বাচ্চাদের যুদ্ধ করার পরিশ্রম ভালো লাগে না। পরমাত্মার সন্তান তোমরা, তো সদা আমোদে থাকবে, আনন্দে মজায় থাকবে, যুদ্ধের পরিশ্রম করে নয়। তাহলে কি হবে তোমরা? যোগী বাচ্চা নাকি যোদ্ধা বাচ্চা? যোগী হবে নাকি একটু আধটু যুদ্ধ করা ভালো? বলার সময় তো হ্যাঁ, হ্যাঁ করে থাকো, তাহলে সেই সময়ের ছবি উঠে যায়। তাহলে এই বছরে সকলের চার্ট যেন হয় - সদা রাজ্য অধিকারী । অধীনতা সমাপ্ত। আচ্ছা।

সকল তরফের দেশ বিদেশের সর্ব সূক্ষ্ম স্বরূপের দ্বারা দৃশ্য দেখে থাকা আত্মারা, চতুর্দিকের সদা শ্রেষ্ঠ প্রতিপালনে পালিত, শ্রেষ্ঠ পড়াশোনার দ্বারা রাজ্য পদ প্রাপ্তকারী আত্মারা, সদ্গুরুর দ্বারা সকল বরদান প্রাপ্তকারী আত্মারা, সদা মায়াজিত

বিজয়ী রত্ন, সর্বদা যুদ্ধকে ছেড়ে রাজযোগী স্থিতিতে স্থিত থাকা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- একান্ত আর একাগ্রতার অ্যাটেনশনের দ্বারা তীব্রগতিতে সূক্ষ্ম সেবা করে থাকা সত্যিকারের সেবাধারী ভব

দূরে বসে অসীম জগতের আত্মাদের সেবা করবার জন্য মন আর বুদ্ধি সব সময় ফ্রি থাকতে হবে। ছোট ছোট সাধারণ কথায় মন আর বুদ্ধিকে বিজি ক'রো না। তীব্রগতির সূক্ষ্ম সেবার জন্য একান্ত আর একাগ্রতার উপরে অ্যাটেনশন দাও। বিজি থাকলেও মাঝে মাঝেই একটু আধটু সময় বের করে নিয়ে একান্তের অনুভব করো। বাইরের পরিস্থিতি যদি অস্থিরও হয়, মন আর বুদ্ধিকে যে মুহূর্তে চাও, এক এর অন্তে সেকেন্ডে একাগ্র করে নাও, তবেই সত্যিকারের সেবাধারী হয়ে অসীম জগতের নিমিত্ত হতে পারবে।

স্লোগানঃ- জ্ঞানী তু আত্মা সে, যে জ্ঞানের সকল রহস্যকে বুঝে নিয়ে রহস্য যুক্ত, যুক্তিযুক্ত আর যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;